দৈনিক ইত্তেফাক

122

তারিখ ... JAN 16 1999 ...
পৃঃ ৫ কলাম ৭

বেসরকারী কলেজ ব্যবস্থাপনা ও তার অধ্যক্ষ

শামীম মাহবুব

বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ পদটি নিয়ে সমাজে এন্তার কথা চালু আছে। যেমন অধ্যক্ষ হলে গন্ডারের চামড়া হওয়া চাই, গর্দান আর ঘাড় শক্ত হওয়া চাই, দুই নম্বরী করার টেকনিক জানা চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। তার কোমরে রশি দিয়ে আছে গভর্নিং বডি, স্থানীয় প্রশাসন, ডিসি, টিএনও, সংসদ সদস্য ইত্যাদি। হাত বেধে আছে বেপরোয়া ছাত্র সমাজ, সহানুভূতি শূন্য অভিভাবক। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ছুরি নেপথ্যে শাণ দিয়ে চলছে তার বিরুদ্ধে এমপিও বন্ধের হুমকিতে। আছে টাউট মাস্তান, দূর্নীতিগ্রস্ত অফিস ষ্টাফ, দুইপা আটকে রেখেছে শিক্ষাবোর্ড, ডিজি অফিস আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; তার দায়বদ্ধতা শুভ এবং অশুভ দুই চক্রের কাছেই। অধ্যক্ষের পরিচয় দিতে এমনই এক ছবি ব্যবহার করা হয় অধ্যক্ষ প্রশিক্ষণ কোর্সে।

দেশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর শতকরা ৭৭ ভাগ ছাত্রছাত্রী যে বিদ্যাপীঠ থেকে পড়াশুনা করে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসে, সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের চামড়া যদি সত্যিই গন্ডারের মত হয় তবে চিন্তার অবকাশ আছে বৈকি। খবরের কাগজ খুললেই 'অধ্যক্ষ' সম্প্রদায়ের এহেন কীর্তিকলাপ যে চোখে পড়ে না, কেউ বলবে না। বর্তমানে এমন বিশ্বাসই স্থির কারও কারও কাছে যে, অধ্যক্ষ মানেই 'কেমন একটা কিছু'।

এই পায়াভারী পদটিতে যিনি আসীন তার চেয়ারটির নিরাপত্তা বিধানের মালিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেবল গভর্নিং বডির উপর ন্যস্ত করে নাই, কার্যতঃ পদটিতে থাকা না থাকা নির্ভর করে শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এলাকার টাউট-মাস্তান বাহিনী, ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় সরকার, বোর্ড, ডিজি অফিস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্ত্রণালয় নিজে। শিক্ষার নীতিমালা বিহীন যে রাষ্ট্রের পাঁচভাগের চারভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা-দীক্ষার তদারকি যখন প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ উদ্যোগে গড়ে ওঠা গভর্নিং বডি নামক ভলান্টিয়ার সংগঠনের মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হয়। সেখানে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত কাঠামো কোন পর্যায়ে যেতে পারে তার পুনর্মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

গভর্নিং বডিতে যারা থাকেন তারা স্থানীয় জনগণ, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, অভিভাবক, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং একজন রাজনীতিক সংসদ সদস্য সভাপতি। একটি নব্য-স্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোগ উৎসাহিত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এক জিনিস, আর তার তদারকির ভার অর্পণ আর এক জিনিস। এসকল গভর্নিং বডি যে প্রক্রিয়ায় গঠিত হয় তা গণতান্ত্রিকতা রক্ষা করে বটে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বর্তমান বাস্তবতায় কতটুকু কার্যকরী তা খতিয়ে দেখা দরকার।

অধ্যক্ষর কর্মকান্ডে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রধান। কিন্তু হালে এমন দাঁড়িয়েছে যে, বেসরকারী কলেজের একজন অধ্যক্ষের প্রধান দায়িত্ব কলেজ সংশ্লিষ্ট সকলকে সন্তুষ্ট রাখা। তাকে সমঝে চলতে হবে গভর্নিং বডি, স্থানীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র প্রতিনিধি, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, টাউট-মাস্তান ইত্যকার নানাবিধ ব্যক্তিবর্গ। এই সমঝে চলাটা যখন মুখ্য ও নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায় তখন ঐ অধ্যক্ষ আর শিক্ষক থাকতে পারেন না, হয়ে যান ম্যানেজ বিশেষজ্ঞ। শাটল কর্কের মত তিনি একবার এই কোর্ট তো' আরেকবার অন্যটি। অথচ অধ্যক্ষ যেমন একজন শিক্ষক, একজন ব্যবস্থাপক, তেমনি তিনি একজন নেতা ও প্রশাসকও। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের পেছনে নীতিনির্ধারকরা থাকেন। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নীতিনির্ধারণে গভর্নিং বডি ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু আন্তরিক এবং পারঙ্গম বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে ভেবে দেখতে হবে। কারণ, ইদানীং লক্ষ্যণীয় গভর্নিং বডি ভোটাভুটির ছকে পরে স্থানীয় পলিটিক্সের শিকার হয়ে চর দখলের মত প্ল্যাটফরমে পরিণত হচ্ছে। ভলন্টিয়ার সার্ভিস বা জনসেবা করার জন্য মানুষের এই প্রাণান্ত প্রচেষ্টার নেপথ্য কারণ কি কেবলই সাদা চোখে যা দেখা যায় তাই?

অধ্যক্ষর কর্মকান্ডে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রধান। কিন্তু হালে এমন দাঁড়িয়েছে যে, বেসরকারী কলেজের একজন অধ্যক্ষের প্রধান দায়িত্ব কলেজ সংশ্লিষ্ট সকলকে সন্তুষ্ট রাখা। তাকে সমঝে চলতে হবে গভর্নিং বডি, স্থানীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র প্রতিনিধি, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, টাউট-মাস্তান ইত্যকার নানাবিধ ব্যক্তিবর্গ। এই সমঝে চলাটা যখন মুখ্য ও নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায় তখন ঐ অধ্যক্ষ আর শিক্ষক থাকতে পারেন না, হয়ে যান ম্যানেজ বিশেষজ্ঞ। শাটল কর্কের মত তিনি একবার এই কোর্ট তো' আরেকবার অন্যটি। অথচ অধ্যক্ষ যেমন একজন শিক্ষক, একজন ব্যবস্থাপক, তেমনি তিনি একজন নেতা ও প্রশাসকও। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের পেছনে নীতিনির্ধারকরা থাকেন। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নীতিনির্ধারণে গভর্নিং বডি ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু আন্তরিক এবং পারঙ্গম বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে ভেবে দেখতে হবে। কারণ, ইদানীং লক্ষ্যণীয় গভর্নিং বডি ভোটাভুটির ছকে পরে স্থানীয় পলিটিক্সের শিকার হয়ে চর দখলের মত প্ল্যাটফরমে পরিণত হচ্ছে। ভলন্টিয়ার সার্ভিস বা জনসেবা করার জন্য মানুষের এই প্রাণান্ত প্রচেষ্টার নেপথ্য কারণ কি কেবলই সাদা চোখে যা দেখা যায় তাই?

আমাদের সত্য বলতে আজ দ্বিধা কেন, আজ শিক্ষিত বাবা-মার মেধাবী ভাল সন্তানরাও অবস্থার শিকার হয়ে শহরের স্কুল-কলেজ ছেড়ে গ্রামমুখী স্কুল-কলেজগুলোতে ভর্তি হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষা এখন স্থান বিশেষ ছাড়া প্রহসন মাত্র। পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা, নকলের অবাধ সুযোগ-সুবিধা দেয়া, ছাত্র/ছাত্রী থেকে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ, স্থানীয় ও শিক্ষা প্রশাসন ম্যানেজ করা ইত্যকার কর্মকান্ডের সঙ্গে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থাপনায়। এর প্রথম ও প্রধান দায়-দায়িত্ব ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও গভর্নিং বডি। পরীক্ষার কেন্দ্র ব্যবহৃত হচ্ছে এলাকার মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার কৌশল হিসেবে। গভর্নিং বডি, প্রতিষ্ঠান প্রধান সে সুযোগ ছাড়বেন কেন? যখন পদ্ধতিগতভাবে মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায় দেখার সার্বিক দায়-দায়িত্ব তাদের উপরেই বর্তায়। পুরাকালে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গভর্নিং বডির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিমালা গৃহীত হয়েছিল অবস্থা সেখানে স্থির নেই, এটা যত তাড়াতাড়ি বোঝা যাবে ততই মঙ্গল।

বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষের বিড়ম্বনার জন্য যতটা কাজের প্রকৃতিগত কারণ দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী ব্যবস্থাগত কারণ। অধ্যক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তির বিধান আছে, তার কাজের গতিবিধির উপর চোখ রাখার জন্য শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, কম্যুনিটি, গভর্নিং বডি, শিক্ষা প্রশাসন সবাই আছে। মজার ব্যাপার তার নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের কাগুজে অনেক মারণাস্ত্র থাকলেও তিনি তা' কার্যকর করতে পারেন না। তিনি ইংরেজী কবিতার সেই Bogus boo, বড় বড় চোখ, কান, নাক, নখ সবই আছে কিন্তু কিচ্ছুটি ভয় করার মত কিছু নেই তার মধ্যে। অধীনস্থ শিক্ষক কর্মচারীর কাজের মূল্যায়নের মাধ্যমে পুরস্কৃত কিংবা তিরস্কৃত করতে গেলেই ঐ শিক্ষক কিংবা কর্মচারীর সাহায্যে এগিয়ে আসে গভর্নিং বডি, সংসদ সদস্য, স্থানীয় কম্যুনিটি, মাস্তান বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক-কর্মচারী সমিতি ইত্যাদি। তাই প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিগুলোকে মোকাবিলা করতে অধ্যক্ষ পদ থেকে ক্রমাগত শিক্ষক-কর্মচারী পদগুলো বদলীযোগ্য করলে জবাবদিহিতা এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অনেকটা সম্ভব হবে। সারকথা, বেসরকারী কলেজগুলোর নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় নির্ভরতা কমিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা এখন জরুরী। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, তদারকি ও পরিবীক্ষণ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে চলমান শিক্ষার অবক্ষয় থেকে অন্তত জাতি রেহাই পাবে।

একটি কলেজ পরিচালনায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, একাডেমিক কাজের সমন্বয় করতে একজন অধ্যক্ষের অফিস ভিন্ন অন্য কোন কাজ করার সুযোগ থাকবার কথা নয়। বাস্তব সত্য এই যে, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষগণ স্থান বিশেষে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন কিংবা স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হবার অফুরন্ত সময় সুযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য নেতৃত্বদানের প্রচ্ছন্ন এবং মৌলিক আকাঙ্ক্ষায় ব্যাহত হয় বৈকি। একজন অধ্যক্ষের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকা না থাকা নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণে সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকায় রাজনীতি করার অপশনটা তার কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য হলে একজন শিক্ষকের মৌল শর্ত ভঙ্গের সামিল। তিনি প্রফেশনাল হতে পারবেন না, এটি সত্য। অতএব এটি অন্তত স্পষ্ট যে, যে সকল অধ্যক্ষ পেশাগতভাবেই অধ্যক্ষ পেশা বেছে নিয়েছেন তারাও কাজ করার সঠিক পরিবেশ থেকে একই কারণে বঞ্চিত বটে। মফস্বল এলাকার একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষের কাছে যতটা না ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পার্টি ম্যানেজ করা। এ ত্রুটি অধ্যক্ষের নয়, ব্যবস্থাপনাগত।

সেদিন মন্ত্রণালয়ের ১৮ তলায় শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা তৃপ্তির ঢেকুর তোলার মত করে বল্লেন, বর্তমানে সরকারী কলেজগুলো থেকে বেসরকারী কলেজগুলোর পারফরমেন্স বেশ ভাল। তাই আমরা স্কুল-কলেজ আর সরকারী করবো না। সরকারী করলেই কাজ আদায় করে নেয়া যায় না। কাগজ-কলমের হিসেব অনুযায়ী অবস্থাটা তাই। ইদানীং পাসের হার সরকারী কলেজ থেকে বেসরকারী কলেজগুলোরই বেশী। মেধাতালিকাতেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দাপট লক্ষণীয়। এ কথাও ঠিক যে, হাতেগোনা মেট্রোপলিটন শহরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য তা দেশের বাকী ৯৯.৯ ভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সঠিক চিত্র জানতে কবিতার মত করে বলা যায়, 'আসমানীদের দেখতে যদি তোমরা সবে চাও, রহিমুদ্দিন ছোট বাড়ি রসুলপুরে যাও'।

কাগজ-কলমের পরিবীক্ষণ থেকে অবক্ষয়ের ধারণা পাওয়া যায় না। যারা অবক্ষয়ের সাথে জড়িত তারা আগে কাগজ-কলম ঠিক রাখে তারপর অপকর্ম সারে। সবচেয়ে দুর্ভাগা এই যে, প্রতি শতকে প্রায় ৮০ জন ছাত্রছাত্রী এখন মানুষ হচ্ছে চরম নৈরাজ্য আর অব্যবস্থাপনার মধ্যদিয়ে। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে অধ্যক্ষের কাজ হল সব অনিয়মের সমন্বয় সাধন করা। আক্ষরিকভাবে একজন বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ অনিয়মের দ্বারা, অনিয়মের জন্য, অনিয়মের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

ব্যতিক্রম যা, তা উদাহরণ নয়। উপরের আলোচনায় ব্যতিক্রমকে বাদ দিয়ে সাধারণভাবে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হেলা করার নয় বলে মনে হয়েছে, মূলত তাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। ভাল অধ্যক্ষ, ভাল গভর্নিং বডি, ভাল নেতা, ভাল মানুষ সবসময় ছিল এবং এখনও আছে, একথা সত্যি। এ আলোচনায় তাদের আনা হয়নি।

দেশে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে। পাঠ্যসূচী থেকে শুরু করে পাঠদান প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন, প্রাথমিক পরিবেশ ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ চলছে। শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বেসরকারী কলেজ প্রধানগণের পদটি সুষ্ঠুভাবে তদারকী ও ব্যবস্থাপনায় আনা না গেলে উচ্চ মাধ্যমিক তথা উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে না। প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিকে বিস্ফোরক চেয়ারের উপর বসিয়ে আর যাই হোক, শান্তি, সমৃদ্ধির প্রশস্তি গীত গাওয়া বোকামীরই পরিচায়ক হবে।